فیضان شعبان

ফয়যানে শাবান

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা বয়ান

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ الله

اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِیَّ الله   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ الله

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف(অনুবাদ: আমি সুন্নাত ই’তিকাফের নিয়ত করছি)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন,স্মরণে আসতেই নফল ই’তিকাফের নিয়ত করে নিবেন,যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে থাকবেন নফল ই’তিকাফের সাওয়াব পেতে থাকবেন এবং প্রসঙ্গক্রমে মসজিদে খানা পিনাও জায়িজ হয়ে যাবে।

দুরূদ শরীফের ফযীলত

তাজদারে রিসালত,শাহিন শাহে নবুয়ত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমা প্রাপ্তির ইঙ্গিত মূলক ফরমান: যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহের কারণে প্রত্যেহ দিন ও রাতে তিন তিন বার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে,আল্লাহ তায়ালা তার বদান্যতার দায়িত্বে একথা অপরিহার্য করে নেন যে,তিনি তার ওই দিন ও রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

(আল মু’জামুল কবীর,১৮ তম খন্ড,৩৬২ পৃ: হাদীস নং- ৯২৭)

আস হে না কুয়ী পাস এক তুমহারী হে আস   বস হে ইয়াহী আসরা তুম পে করোড়ো দুরূদ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب !   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের জন্য বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে ভাল ভাল নিয়ত করে নিই। ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: “**نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ**” মুসলমানের তার আমলের চেয়ে উত্তম।

(আল মু’জামুল কবীর লিত তাবরানী,খন্ড- ৬,পৃ:১৮৫,হাদীস নং- ৫৯৪২)

দু’টি মাদানী ফুল: (১) নিয়ত ব্যতিত কোন ভাল কাজের সওয়াব পাওয়া যায়না।

(২) ভাল ভাল নিয়ত যত বেশী হবে,সওয়াবও ততবেশী হবে।

বয়ান শ্রবন করার নিয়ত সমূহ: দৃষ্টি নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো,হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মাণার্থে যতটুকু সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। প্রয়োজনে জড়োসড়ো হয়ে বসে অপরের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব,,ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য্য ধারণ করবো,তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা,বকা দেয়া ও ঝগড়া থেকে বেঁচে থাকব,اُذْكُرُوا الله, تُوْبُوْا اِلَى الله, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب,ইত্যাদি শুনে সওয়াব অর্জন ও এসব উক্তিকারীর মনোরঞ্জনের জন্য উচ্চ স্বরে উত্তর দিব,,বয়ান শেষে নিজে অগ্রসর হয়ে সালাম মুসাফাহ এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়ত সমূহ: আমিও নিয়ত করছি যে,আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন ও সাওয়াব বৃদ্ধির জন্য বয়ান করব,,দেখে বয়ান করবো,১৪পারার,সূরা নহল এর ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (অনুবাদ: আপন প্রভূর রাস্তায় আহ্বান করো পরিপূর্ণ কৌশল ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে) এবং বুখারী শরীফের ৪৩৬১ নং হাদীসে বর্ণিত নবী করীম এর ফরমান بَلِّغُوْا عَنِّیْ وَلَوْ اٰيَةً অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দাও যদিও একটি আয়াতও হয়'' এর উপর আমল করবো,সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেদ করবো,শে'র পড়া সহ আরবী,ইংরেজী ও কঠিন শব্দ সমূহ বলার সময় অন্তরের ইখলাসের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ নিজের জ্ঞানের গভীরতা দেখানোর উদ্দেশ্য থাকলে এগুলো বলা থেকে বিরত থাকবো মাদানী ক্বাফিলা,মাদানী ইনআমাত সহ নেকীর দাওয়াতের জন্য আলাক্বায়ী দাওরা ইত্যাদির প্রতি উৎসাহ প্রদান করবো,,অট্টহাসি হাসা ও হাসানো থেকে বিরত থাকবো,দৃষ্টিনত রাখার মনমানসিকতা সৃষ্টির জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টি নত রাখবো।

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ পবিত্র মাস আমার প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় এবং দুরুদ শরীফ পাঠ করার মাস,গুনিয়াতুত তালিবীন কিতাবে রয়েছে শা'বানুল মুয়াযযম মাসে খায়রুল বরীয়্যাহ,সায়্যিদুল ওয়ারা,জনাবে মুহাম্মদে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিকহারে দুরুদ শরীফ পাঠ করা হয় আর এটা নবীয়ে মুখতার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দুরুদ প্রেরণের মাস। (গুনিয়াতুত তালিবীন,খন্ড-১,পৃষ্ঠা-৩৪৩) সুতরাং এ পবিত্র মাসে অধিকহারে দুরুদ শরীফ পাঠ করা উচিত। তবলীগে কোরান ও সুন্নাত এর বিশ্বব্যপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে দুরুদ শরীফের খুব বেশী পরিমাণে উৎসাহিত করা হয়। এ কারণে মাদানী চ্যানেলে শাহজাদায়ে আত্তার হাজী আবূ হিলাল মুহাম্মদ বিলাল রেযা আত্তারী আল মাদানী مُدَّظِلُّهُ الْعَالِی ''ফয়যানে দুরুদ ও সালাম'' নামক সিলসিলাতে

দুরুদ ও সালামের ফযীলত ফযীলত বয়ান করে থাকেন। মাকাতাবাতুল মদীনা এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লিখিতভাবে পেশ করার জন্য “গুলদাস্তায়ে দুরুদ ও সালাম” নামে ৬৬০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব প্রকাশ করেন,এ কিতাবের বিভিন্ন স্থানে দুরুদে পাকের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসে পাক সমূহ,বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী ,ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী এবং দুরুদ শরীফ পাঠ না করার ক্ষতিসমূহ এবং এ প্রসঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের উপর অনেক জানার বিষয় রয়েছে। আসুন শা’বানুল মুয়াযযমে দুরুদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস করার জন্য এ কিতাবের ৪২২ পৃষ্ঠা থেকে একটি ঘটনা শ্রবণ করি-

শাফায়াতের সুসংবাদ

এক ব্যাক্তি হুযুর صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর দুরুদ শরীফ পাঠ করতনা,এক রাতে স্বপ্নে যিয়ারত দ্বারা সৌভাগ্য লাভ হল,তিনি صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন না,সে আরয করল: “ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! আপনি কি আমার উপর অসন্তুষ্ট?” এরশাদ করলেন: না। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন : তবে আপনি আমার দিকে কেন দৃষ্টিপাত করেন নি? ইরশাদ করলেন: “এজন্য যে আমি তোমাকে চিনিনা।”ঐ ব্যক্তি আরয করল: “হুযুর! আমাকে কেন চিনেন না,আমি তো আপনার একজন উম্মত।” আর ওলামায়ে কিরাম বলেন থাকেন যে আপনি আপনার উম্মতকে এর চাইতেও বেশী চিনেন যেভাবে কোন পিতা তার সন্তানকে চিনে থাকে। তিনি صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “ওলামায়ে কিরাম সত্যিই বলেছেন.কিন্তু তুমি দুরুদ শরীফের দ্বারা স্মরণ করনা অথচ আমি আমার উম্মতকে দুরুদ শরীফ পাঠ করার কারণে চিনে থাকি,সে যত দুরুদ শরীফ পাঠ করবে ততটুকু আমি তাকে চিনতে পারি।” যখন ঐ ব্যক্তি জাগ্রত হল তখন নিজের উপর এটা আবশ্যক করে নিল যে সে প্রত্যেক দিন হুযুর صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর একশত বার দুরুদ শরীফ পাঠ করবে,এবার ঐ ব্যক্তি নিয়মিত প্রত্যেকদিন একশত বার দুরুদ পাঠ করতে লাগল। কিছুদিন পর পুণরায় হুযুর صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা ধন্য হল,তিনি صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এবার আমি তোমাকে চিনতে পারছি এবং তোমার জন্য শাফায়াতও করবো। (মুকাশাফাতুল ক্বলূব,পৃষ্ঠা-৭৯ থেকে সংক্ষেপিত)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে দুরুদ শরীফ পাঠ কারীর উপর হুযুর صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কেবল খুশি হন না বরং দীদার দ্বারা ধন্যও করেন। সুতরাং আমাদেরও উচিত উঠতে বসতে,চলতে ফিরতে তাঁর صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উপর দুরুদ শরীফ পাঠ করতে থাকা।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত নবীয়ে রহমত,শফীয়ে উম্মত صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান ফরমান হচ্ছে: ‘‘যে ব্যক্তি জুমার রাতে দু’রাকাত এভাবে নামায আদায় করে যে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ২৫ বার সূরা ইখলাস পাঠ করে অত:পর এ দুরুদে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ এক হাজার বার পাঠ করবে তবে আগামী জুমার পূর্ব স্বপ্নে আমার যিয়ারত লাভ করবে আর যে আমার যিয়ারত লাভ করবে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।’’

(আল ক্বওলুল বদী,আল বাবুস সালিস ফীস সালাতি আলাইহি ফী আওকাতি মাখসূসা,পৃষ্ঠা-৩৮৩)

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি জুমার দিন এক হাজার বার এ দুরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে সে সরকারে নামদার,মদীনার তাজদার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে অথবা জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নিবে,যদি প্রথমবারে উদ্দেশ্য পূর্ণ না হয়,তবে দ্বিতীয় জুমায়ও পাঠ করুন, পাঁচ জুমার মধ্যেই সরকার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ হবে।

(তারীখে মদীনা,পৃষ্ঠা-৩৪৩ থেকে সংক্ষেপিত)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযুরে পাক,সাহিবে লাওলাক صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মিরাজ,দীদারে কিবরিয়া তথা আল্লাহ তায়ালার দীদার আর একজন আশিকে রাসূলের মিরাজ হচ্ছে দীদারে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم । কে এমন দূর্ভাগা রয়েছে যে যার অন্তরে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদারে আকাঙ্খা নেই,নি:সন্দেহে প্রত্যেক আশিকে রাসূলের এটাই আকাঙ্খা থাকবে—

কুচ এয়সা কর দে মেরে কিরদিগার আখোঁ মে

হামীশা নকশ রহে রুয়ে ইয়ার আঁকো মে

উনে ন দেখা তু কিস কাম কী হেঁ ইয়ে আঁখেঁ

কে দেখনে কী হে সারী বাহার আঁখোঁ মে

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবূল মাওহিব শাযলী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন: "যে ব্যক্তি নবীয়ে মুকাররম,নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করতে চায়,তার উচিত হুযুর সায়্যিদে আলম صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর বেশী পরিমাণে দুরুদ শরীপ পাঠ করতে থাকা এবং সৈয়দজাদা ও আউলিয়া কিরামকে ভালবাসা রাখা অন্যথায় স্বপ্নে যিয়ারতের দরজা তার জন্য বন্ধ থাকবে,কেননা এ পুত পবিত্র সত্ত্বাগণ সকল লোকদের সরদার,এরা যার উপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ তায়ালা ও তার প্রিয় হাবীব صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান।

(আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১২৭)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি চাই এবং হুযুর صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের আশাবাদী তবে দুরুদে পাকে নিজের জন্য সকাল সন্ধ্যার অযীফা বানিয়ে নিতে হবে। সত্যিকার অন্তরে এর মধ্যে মগ্ন থাকলে এক দিন না একদিন অবশ্যই আমাদের উপর দয়া হবে এবং আমাদেরও যিয়ারত নসীব হবে।

আমার আক্বায়ে নেয়ামত,সরকারে আ'লা হযরত,ইমামে আহলে সুন্নাত,মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান عَلَیۡهِ رَحۡمَةُ الرَّحۡمٰن বিভিন্ন সময়ে পঠিত ওযীফা ও দোয়ার মাদানী গুলদাস্তা " আল ওয়াযিফাতুল কারীমা" কিতাবে দীদার অর্জনের জন্য দুরুদে পাকের কিছু বচন উল্লেখ করার পর লিখেন: (দুরুদ শরীফ) একনিষ্ঠভাবে নবী করিম صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানের জন্য পাঠ করা,এ নিয়তকেও অন্তরে স্থান দিবেন না যে আমার যিয়ারত লাভ হবে,তাঁর দয়া অপরিসীম। মূখ মদীনার শরীফের দিকে ও অন্তর হুযুর আকদাস صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে , কায়োমনোবাক্যে হাত বেঁধে পাঠ করুন এবং এটা কল্পনা করুন রওযা পাকের সম্মূখে উপস্থিত রয়েছেন এছাড়া এটা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখুন যে হুযুর صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দেখছেন,আওয়াজ শুনতেছেন,অন্তরের সব কথা অবগত রয়েছেন। (আল ওয়াযিফাতুল করীমা,পৃষ্ঠা-২৮)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও ইখলাস ও ইস্তিকামতের সাথে আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَنۡهُ যেভাবে বলেছেন সেভাবে আমল করে দুরুদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস করেন তবে দীদারে মুস্তাফা দ্বারা ধন্য হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার রহমত ও কোটি কোটি বরকতের হয়ে যাবেন। আসুন উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য দুরুদে পাকের আরো ফযীলত শ্রবণ করি।

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ "জযবুল ক্বুলূব" এর মধ্যে ইরশাদ করেন: " যখন মুমিন বান্দা একবার দুরুদ শরীফ পাঠ করে তবে আল্লাহ তায়ালা

তার উপর দশবার রহমত প্রেরণ করেন,(দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন) দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন,দশটি নেকী দান করেন,দশটি গোলাম আযাদ করার সাওয়াব দান করেন (আত তরগীব ওয়াত তরগীব,কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া,আত তরগীব ফী ইকসারুস সালাতি আলান নবী,২/৩২২,হাদীস নং -২৫৭৪) এবং বিশটি ধর্মীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ সাওয়াব অর্জন হয়। (ফিরদাউসুল আখবার,বাবু হাঈ,১/৩৪০.হাদীস নং-২৪৮৪) দুরুদে পাকের বদৌলতে দোয়া কবুল হয়। (ফিরদাউসুল আখবার,বাবু হাঈ,১/৩৪০.হাদীস নং-২৪৮৪) দুরুদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা শাফায়াতে মুস্তাফা ওয়াজিব হয়ে যায়।(আল মু’জামুল আওসাত,মান ইসমুহু বকর,২/২৭৯,হাদীস নং-৩২৮৫) নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতের নৈকট্য অর্জন হয়,দুরুদ শরীফ সমস্ত দু:খ মোচনের জন্য এবং সকল হাজত পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট (দুররে মনসূর,পারা-২২,৫৬ আয়াতের পাদটিকা) দুরুদে পাক গুনাহের কাফফারা (জালাউল আফহাম,পৃষ্ঠা-২৩৪) সদকার স্থলাভিষিক্ত বরং সদকার চেয়েও উত্তম। (জযবুল ক্বুলূব,পৃষ্ঠা-২২৯)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বরকত অর্জন ও মারেফতে উন্নতি ও হুযুর এর নৈকট্য অর্জনের জন্য দুরুদ ও সালাম অধিক পাঠ করা একান্ত আবশ্যক,অতএব আমাদের উচিত উঠতে বসতে,চলতে ফিরতে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় সত্ত্বার উপর দুরুদ শরীফের ফুল উৎসর্গ করুন,বিশষত: এ শা’বানুল মুয়াযযম মাসে বেশী পরিমাণে পাঠ করুন,দিনে রোযা রাখুন এবং রাত জেগে ইবাদত করার অভ্যাস করুন কেননা এ পবিত্র মাসে আমার আক্বা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাস তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: শা’বান আমার মাস এবং রমযান আল্লাহ তায়ালার মাস। (জামে সগীর,হরফুশ শীন,পৃষ্ঠা-৩০১,হাদীস নং ৪৮৮৯,প্রিয় নবীর মাস,পৃষ্ঠা-২) তিনি এ মাসকে অনেক পছন্দ করতেন এবং বেশী পরিমানে রোযা রাখতেন। উম্মুল মু’মিনীন,হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীক্বা رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: আমার মাথার মুকুট,সাহিবে মিরাজ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় মাস ছিল শা’বানুল মুয়াযযম এতে রোযা রাখতেন অত:পর রমযানের সাথে মিলিয়ে দিতেন। (সুনানে আবূ দাউদ,খন্ড-২,পৃষ্ঠা-৪৭৬,হাদীস নং-২৪৩,প্রিয় নবীর মাস,পৃষ্ঠা-৫)

প্রিয় নবী শা’বান মাসে অধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন

বুখারী শরীফে রয়েছে: হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শা’বান মাসের চেয়ে অধিক রোযা অন্য কোন মাসে রাখতেন না। বরং সম্পূর্ণ শা’বান মাসই রোযা রাখতেন আর ইরশাদ করতেন: “নিজের সামর্থ অনুযায়ী আমল কর,কারণ আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ নিজের দয়া বন্ধ করেন না ,যতক্ষণ তোমরা ক্লান্ত না হও।” (সহীহ বুখারী,১ম খন্ড-,৬৪৮,হাদীস নং-৯৭০,)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡه এ হাদীসে পাকের টীকায় লিখেন: এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে,শা'বানে অধিকাংশ রোযা রাখতেন,এতে আধিক্যকে সারা মাস রোযা রাখা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন: বলা হয়, 'অমুক সারা রাত ইবাদত করেছেন অথচ সে রাতে খানাও খেয়েছেন প্রয়োজনীয় কাজও করেছেন,এখানে আধিক্যকে সম্পূর্ণ বলা হয়েছে। তিনি আরো বলেন: এ হাদীস শরীফ থেকে জানা গেল শা'বান মাসে যে শক্তি রাখে সে যেন বেশী পরিমাণে রোযা রাখে কিন্তু যে দূর্বল হয় সে যেন রোযা না রাখে। কেননা এতে রমযানের রোযার উপর প্রভাব পড়বে। যে হাদীস গুলোতে বলা হয়েছে,অর্ধ শা'বানের পর রোযা রাখিওনা,সেখানে এটাই উদ্দেশ্য। (তিরমিযী,হাদীস নং-৭৩৮)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন আমার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ মাসকে কতটুকু পছন্দ করতেন অথচ এ মাসে রোযা ফরয নয় এরপরেও তিনি অধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন। এবার একটু চিন্তা করে দেখুন প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদুল মা'সূমীন তথা নিষ্পাপদের সরদার হওয়া সত্বেও এ পবিত্র মাসের অধিকাংশ দিন রোযা অবস্থায় থাকতেন সুতরাং আমরা গুনাহগারদের এ মাসে রোযা রাখা কতটুকু প্রয়োজন। আমাদের উচিত রমযানের রোযা ব্যতিত নফল রোযা রাখার অভ্যাস করা,এতে আমাদের জন্য অগণিত দ্বীনি উপকারিতার সাথে সাথে দুনিয়াবী উপকারিতাও রয়েছে। দ্বীনি উপকারিতার মধ্যে ঈমানের হিফাযত,গুনাহ থেকে বেচে থাকা,জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত পাওয়ার মাধ্যম আর পার্থিব উপকারিতা হচ্ছে রোযার কারণে দিনের বেলায় খানা পিনার মধ্যে ব্যয় হওয়া সময় ও টাকা পয়সার হিফাযত,পেটের রোগ থেকে মুক্তি,পাকস্থলির প্রশান্তির সাথে সাথে অন্যান্য রোগ থেকে মুক্তির মাধ্যম। আর সকল উপকারিতার মূল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি। আমাদেরও কিছুদিনের কষ্ট সহ্য করে অগণিত দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারিতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা উচিত। এছাড়া নফল রোযা রাখার সাওয়াব এতবেশী যে মন চায় শুধু নফল রোযাই রাখি।

তাজদারে রিসালত,শফীয়ে রোযে কিয়ামত صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " যে ব্যক্তি সাওয়াবের জন্য একটি নফল রোযা রাখবে আল্লাহ তায়ালা তাকে দোযখ থেকে চল্লিশ বছর দূরে রাখবেন।"

(কানযুল উম্মাল,খন্ড-৮,পৃষ্ঠা-২৫৫,হাদীস নং-২৪১৪৮,ফয়যানে সুন্নাত পৃষ্ঠা-১৩৩৫)

উৎকৃষ্ট আমল

হযরত সায়্যিদুনা আবূ উমামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন,আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! আমাকে কোন আমল বলে দিন। ইরশাদ করেন: " রোযা রাখ কেননা এর মত কোন আমল নেই।" আমি আবার আরয করলাম: " আমাকে কোন আমল বলে দিন। ইরশাদ করলেন : "রোযা রাখ কেননা এর তুলনা নেই। (নাসাঈ খন্ড-৪,পৃষ্ঠা-১৬৬,ফয়যানে সুন্নাত পৃষ্ঠা-১৩৩৮)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যারা নফল রোযা অভ্যাস করেছে তাদের জন্য সফলতা পদ চুম্বন করবে,কেননা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে চল্লিশ বছর দূরে রাখবেন আর যদি তাকে যমীন পরিমাণ স্বর্ণও দেয়া হয় তবুও এটা এর সাওয়াবের সমপরিমাণ হতে পারেনা,যা তাকে কিয়ামতের দিন দেয়া হবে। সুতরাং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে,আখিরাতে অসংখ্য নেকী পেতে ফরয রোযার সাথে সাথে নফল রোযা যেমন রজব,শা'বান,প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখা উচিত। শায়খে ত্বরীক্বত,আমীরে আহলে সুন্নত,দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা,হযরত আল্লামা মাওলানা আবূ বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার ক্বাদিরী রযভী যিয়াঈ دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর নিকট নফল রোযা অনেক পছন্দনীয়।একারণেই বছরের নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতিত প্রায় সময় রোযা অবস্থায় থাকেন এছাড়া পুরো রজবুল মুরাজ্জব ও শা'বানুল মুয়াযযম মাসের রোযা রাখার সাথে সাথে সোমবারে রোযা বাখার জন্য উৎসাহিত করেন। তাঁর উৎসাহ প্রদানের কারণে অনেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন পুরো রজব ও শা'বান মাস নতুবা অধিকাংশ দিনে রোযা রাখার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আর সোমবারে রোযা রাখা আমাদের মাদানী ইনআমাতের মধ্যেও রয়েছে। **যেমন মাদানী ইনআম নং ৫৮ এর মধ্যে রয়েছে " আপনি কি এ সপ্তাহের সোমবারে (ছুটে গেলে অন্য দিনে) রোযা রেখেছেন? এছাড়া এ সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন খাবারে যব শরীফের রুটি খেয়েছেন?**

সাহাবায়ে কিরাম এর প্ররণা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: শা'বান মাসের চাঁদ দৃষ্টি গোচর হতেই সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان কোরানে পাক তিলাওয়াতের প্রতি খুব বেশী মনোযোগী হতেন, নিজেদের ধন-সম্পদের যাকাত বের করে নিতেন (আদায় করতেন) যাতে অক্ষম ও মিসকীন লোকেরা রমযান মাসে রোযা রাখার জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করতে পারে। শাসকগণ বন্দীদের তলব করে যার উপর শাস্তি কার্যকর করার প্রয়োজন তার উপর শাস্তি কার্যকর করতেন আর অন্যন্যদেরকে মুক্তি দিয়ে দিতেন। ব্যবসায়ীগণ তাদের কর্জ পরিশোধ করতেন,অন্যান্যদের

থেকে বকেয়া টাকা আদায় করে নিতেন (এভাবে রমযান এর চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার পূর্বেই নিজেকে অবসর করে নিতেন) আর রমযান আসতেই গোসল করে অনেকে ইতিকাফে বসে যেতেন। (গুনিয়াতুত তালিবীন,১ম খন্ড,২৪১ পৃষ্ঠা)

শবে বরাত ইবাদতের রাত!

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ মাসে বেশী পরিমাণে ইবাদত করতেন। হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: (একবার) শা'বানুল মুয়াযযম মাসের ১৫তম রাতে তাজদারে রিসালত আমাকে বললেন: আমাকে এ রাতে ইবাদত করার অনুমতি দাও। আমি আরয করলাম: জ্বি অবশ্যই,আমার মাতা- পিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক। এরপর তিনি রাত জেগে ইবাদত করলেন এবং যখন তিনি সাজদায় তশরীফ নিয়ে গেলেন তবে অনেক দীর্ঘ সাজদাহ করলেন। আমার এ ধারনা হল যে হয়ত হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রুহ কবজ করে নেয়া হয়েছে,তখন আমি নিজের হাত তাঁর কদম মুবারকে রেখে আন্দাজ করে নড়াচড়া অনুভব করে সীমাহীন খুশি হলাম।

(শু'বুল ঈমান,৩/৩৮৪,হাদীস নং- ৩৮৩৭)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে আমার প্রিয় আক্বা,মক্কী মাদানী মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম ও সায়্যিদুল মা'সূমীন তথা নিষ্পাপদের সরদার হওয়া সত্ত্বেও এ পবিত্র রাতে কিভাবে ইবাদত করতেন। আমাদেরও উচিত এ রাতে আতশবাজী ও আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্টকারী কাজ থেকে বেঁচে থেকে বেশী পরিমাণে ইবাদত করা উচিত।

বর্ণিত রয়েছে যে ব্যক্তি এ পবিত্র রাতে ১০০ রাকাত নামায আদায় করবে,আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি ১০০ জন ফিরিশতা প্রেরণ করেন,তাঁদের মধ্যে ৩০ জন তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে থাকেন,৩০ জন তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেন,৩০ জন তার পার্থিব বিপদাপদ দূর করেন এবং ১০ জন ফিরিশতা তাকে শয়তানের ধোকা থেকে রক্ষা করেন।

(হাশিয়াতুস সাভী আলাল জালালাইন,৫/১৯০৮,সূরাতুত দোখানের ৪ নং আয়াতের পাদটিকা)

আমীরুল মু'মিনীন,হযরত সায়্যিদুনা আলীয়ুল মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِیْم বলেন আমি শাহিনশাহে মদীনা,ক্বরারে ক্বলবো সীনা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শা'বানুল মুয়াযযম মাসের ১৫তম রাতে দেখলাম যে তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাড়িয়ে আছেন,অত:পর তিনি ১৪ রাকাত নামায আদায় করেন। নামায থেকে অবসর হওয়ার পর তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১৪ বার

সূরাতুল ফাতিহা,১৪ বার সূরা ইখলাস,১৪ বার সূরা ফালাক্ব এবং ১৪ বার সূরা নাস তিলাওয়াত করেন। এরপর একবার আয়াতুল কুরসী এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করেন। যখন তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা শেষ করলেন তখন এ আমলের ব্যপারে জিজ্ঞাসা করলাম,তখন তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যে ব্যক্তি এভাবে করে যেভাবে তুমি আমাকে করতে দেখেছ,তবে তার জন্য ২০ টি কবূলকৃত হজ্ব ২০ বছর কবূলকৃত রোযার সাওয়াব রয়েছে। আর যদি রোযা অবস্থায় সকাল হয় তবে তার বিগত এক বছর ও আগত এক বছরের সাওয়াব রয়েছে।

(শু’বুল ঈমান,৩/৩৮৬,বাবু ফীস সিয়াম/মা জাআ ফী লাইলাতিন নিসফি মিন শা’বান)

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَنْه বলেন: আমাকে প্রিয় আক্বা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩০ জন সাহাবী এ কথা বর্ণনা করেন যে কেউ শা’বানের ১৫ তম রাতে ১০০ রাকাত এভাবে নামায আদায় করবে যে প্রত্যেক দু’রাকাত পর সালাম ফিরাবে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ১১ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে,আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি ৭০ বার রহমতের দৃষ্টি দেন এবং প্রত্যেক দৃষ্টিতে ৭০ টি হাজত পূরণ করবেন। এ হাজত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে কম হচ্ছে মাগফিরাত তথা ক্ষমা করে দেয়া।

(রুহুল বয়ান,৮/৪০৩,সূরা দোখান,৩ নং আয়াতের পাদটিকা থেকে সংক্ষেপিত)

হাদীসে পাকে রয়েছে যে ব্যক্তি পাঁচ রাতে জাগ্রত থাকে এবং ঐ রাত সমূহে ইবাদতে অতিবাহিত করে তবে এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে শা’বানুল মুয়াযযম মাসের ১৫ তম রাত।

(রুহুল বয়ান,৮/৪০৩,সূরা দোখান,৩ নং আয়াতের পাদটিকা থেকে সংক্ষেপিত)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার শুনলেন এরাতে ইবাদত করার কি রকম ফযীলত,আমাদেরও কেবল এ পবিত্র রাত সমূহে জাগ্রত থাকার অভ্যাস করা নয় বরং ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায় করার সাথে সাথে যতটুকু সহজ হয় নফল ইবাদতেরও অভ্যাস করা উচিত। আমাদের পূববর্তী বুযুর্গগণের এটা নিয়ম ছিল যেযে তারা দিনে রোযা রাকতেন এবং রাত জেগে ইবাদত করতেন।

বর্ণিত রয়েছে যে সরকারে গাউসে আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَنْه এবং সায়্যিদুনা ইমামে আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَنْه চল্লিশ বছর ইশার ওযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন আর হুযুর সায়্যিদুনা গাউসুল আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَنْه পঁচিশ বছর পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে করার মধ্যে পবিত্র

ইরাকের জঙ্গলে অতিবাহিত করেছেন। (বাহজাতুল আসরার,যিকরি ফুসূলু মিন কালামিহী,মারসাআন বিশাইয়িন মিনা আজাইব,পৃষ্ঠা- ১১৮) আউলিয়ায়ে কিরাম অনেক বছর রোযাও রাখতেন প্রতিদিন ৩০০,৩০০ রাকাত,৫০০,৫০০ রাকাত,১০০০,১০০০ রাকাত নফল আদায় করতেন। প্রত্যেহ সম্পূর্ণ কোরানে পাক তিলাওয়াত করতেন,কয়েক হাজার বার দুরুদ শরীফ পাঠ করতেন। মোটকথা ঐ পবিত্র সত্ত্বাগণ এ দুনিয়াকে আখিরাতের শষ্যক্ষেত্র মনে করে এতে অনেক ভাল ভাল কাজ করতেন। যদি আমরাও জান্নাতের উৎকৃষ্ট নেয়ামত সমূহের স্বাধ উপভোগ করতে চাই তবে আমাদেরকেও বুযুর্গানে দ্বীনদের ত্বরীকা অনুযায়ী চলে গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে অধিকহারে নেক আমল করতে হবে।

বানা দে মুঝে নেকোঁ কা সদকা গুনাহোঁ সে হারদম বাচা ইয়া ইলাহী

ইবাদত মে গুজরে মেরী জিন্দেগানী করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী

মুসলমাঁ হে আত্তার তেরে আতা সে হো ঈমান পর খাতিমা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ পবিত্র রাতে বান্দার উপর আল্লাহ তায়ালার রহমত মুষলধারে বর্ষন হয়, এজন্য এ পবিত্র রাতে খুব বেশী পরিমাণে ইবাদত রিয়াযতের ব্যবস্থা গুনাহ থেকে বাঁচার পন্থা অবলম্বন এবং অধিকহারে দুরুদ ও সালামের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার দরবার থেকে প্রচুর পুরুষ্কার ও প্রতিদান অর্জন করা উচিত। মাদানী চিন্তার অধিকারী পূর্বেকার মুসলমানগণ এ বরকতময় রাত সমূহে প্রচুর ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করার চেষ্টা করতেন কিন্তু বর্তমানে মুসলমানদের জানিনা কি হয়ে গিয়েছে এ বরকতময় রাত সমূহের মূল্যায়ন করেনা এবং নিজের মূল্যবান সময় মসজিদ কিংবা নেক ইজতিমা সমূহে অতিবাহিত করার পরিবর্তে অনর্থক বরবাদ করে দেয়,অথচ এ রাতে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ তজল্লী দান করেন এবং অধিকাংশ বান্দাকে ক্ষমা করে দেন।

শবে বরাত ক্ষমাপ্রাপ্তির রাত!

আমীরুল মু'মিনীন,হযরত সায়্যিদুনা আলীয়্যুল মুরত্বাদা كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত,নবী করীম রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন ১৫ তম শা'বানের রাত আসে তবে এ রাতে ইবাদত কর এবং দিনে রোযা রাখ। নি:সন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সূর্যাস্তের পর দুনিয়ার আসমানে বিশেষ তজল্লী প্রেরণ করেন এবং বলেন: "কেউ কি আছ আমার ক্ষমা প্রার্থনা কারী

আমি তাকে ক্ষমা করে দিব! কেউ কি রিযিক প্রার্থনাকারী আছ? আমি তাকে রুযী দান করব! কোন বিপদগ্রস্থ লোক আছ কি আমি তাকে নিরাপত্তা দান করব! কেউ কি আছ এমন! কেউ কি আছ এমন! আর এটা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত প্রদান করেন।”

(সুনানে ইবনে মাজাহ,খন্ড- ২,পৃষ্ঠা- ১৬০,হাদীস নং- ১৩৮৮,দারুল মা’রিফাহ,বৈরুত)(প্রিয় নবীর মাস,পৃ:১৪)

আফসোস! শত আফসোস! অনেক মূর্খ এ রাতের সম্মান রক্ষা করা তো দুরের কথা বরং যেসব মুসলমান রোগাক্রান্ত,বৃদ্ধ কিংবা শিশু ঘরে আরাম বা খুশু খুযুর সাথে আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত হয়ে ইবাদতে মশগুল হয়,তাকে আতশবাজির মাধ্যমে কষ্ট দেয় এবং তাদের ইবাদতে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। মনে রাখবেন! মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া,তাদের মনে ব্যাথা দেয় এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট দেয়া এসব কিছু নাজায়িজ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ,একটু ভেবে দেখুন! এ পবিত্র রাতে যখন সবার মাগফিরাত হচ্ছে তখন আমাদের এ অপবিত্র কার্যকলাপের কারণে আমাদের ক্ষমাকে বন্ধ করে দেয়া হয়,তবে এসময় আমাদের কি অবস্থা হবে। এজন্য জানা অজানায় আমাদের দ্বারা কোন মুসলমান কষ্ট পেয়ে থাকলে অথবা কারো হক নষ্ট হলে কিংবা কারো জন্য অন্তরে শত্রুতা রাখে তবে শবে বরাত আসার পূর্বেই ক্ষমা ও হক আদায় করে দিন এবং ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার নিয়ত করে নিন কেননা জীবনের কোন ভরসা নেই,জানিনা এ বছরই আমাদের মৃত্যু এসে যায় আর আমরা উদাসিনতার মধ্যে পড়ে থাকি।

অতএব অতিদ্রুত নিজের হক সমূহ ক্ষমা করিয়ে নিন এবং আতশবাজির মাধ্যমে ইবাদতগুজার,রোগী ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদের কষ্টপ্রদানকারীগণ তাওবা করে নিন। মনে রাখবেন আতশবাজি মুসলমানদের কাজ নয় বরং এটা অমুসলিমরাই আবিষ্কার করেছে। মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه লিখেছেন: আতশবাজি নমরুদ বাদশাহ আবিষ্কার করেছে,যখন সে ইবরাহীম কে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছে। আল্লাহর দয়ায় (আগুন বাগানে পরিণত হয়ে গেল) নমরুদের লোকেরা আতশবাজির সামগ্রীতে আগুন লাগিয়ে হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ এর দিকে নিক্ষেপ করেছিল। (ফয়যানে রমযান,৪১৩ পৃষ্ঠা)ইসলামী যিন্দেগী,পৃ: ৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

উমমুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন: আমি এক রাতে (অর্থাৎ শা’বানের ১৫ তম রাতে) সারওয়ারে কায়িনাত,শাহে মওজুদাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّم দেখলাম না তখন বক্বী শরীফে গিয়ে খুজে পেলাম। তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّم আমাকে বললেন:

“তোমার কি ভয় ছিল যে আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল তোমার হক নষ্ট করবে? আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم ! আমি মনে করেছিলাম যে,আপনি হয়ত অন্য কোন পবিত্র বিবির ঘরে তশরীফ নিয়ে গেছেন। তখন আকায়ে দোজাহান,হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা শা’বানের ১৫তম রাতে দুনিয়ার প্রথম আসমানে নূর বর্ষন করেন। অত:পর বনী কলবের ছাগলের লোমের চাইতেও বেশী সংখ্যক গুনাহগারদেরকে ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযী,২য় খন্ড,পৃ: ১৮৩,হাদীস নং- ৭৩৯)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে বরাতে ইসলামী ভাইদের কবরস্থানে যাওয়া সুন্নাত। (ইসলামী বোনদের শরীয়তে অনুমতি নেই তারা ঘরে থেকেই ইবাদত ও ঈসালে সাওয়াব করবে) ইসলামী ভাইগণ কবরস্থানে গিয়ে আপন মরহুমদের জন্য ঈসালে সাওয়াব ও ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য দোয়া করুন এর দ্বারা মৃত ব্যক্তিদের শান্তি অনুভব হয় আর যদি তাদের জন্য ঈসালে সাওয়াব না করা হয় তবে তারা চিন্তিত হয়ে যায়।

কবরস্থানের লাশ স্বপ্নে এসে গেল!

এক ব্যক্তির অভ্যাস ছিল যে কবরস্থানে এসে বসে থাকা এবং যখনই কোন জানাযা আসে তার জানাযা পড়তেন এবং সন্ধ্যায় কবরস্থানের দরজায় দাড়িয়ে এভাবে দোয়া করতেন: (হে কবরবাসী! আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তি দান করুন,তোমাদের একাকিত্বের উপর দয়া করুন,তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিন এবং নেকী সমূহ কবূল করে নিন) ঐ ব্যক্তি বলেন: একদিন সন্ধ্যায় (বিদায়ের সময়) নিজের কবরস্থানের নিয়মিত আমলটি করতে পারিনাই,অর্থাৎ তাদেরকে দোয়া করা ব্যতিত ঘরে চলে এসেছি। স্বপ্নে আমার কাছে সৃষ্টির এক বিশাল দল আসল! আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার কে এবং কেন এসেছেন? তারা বলল: আমরা কবরবাসী,আপনি অভ্যাস করে নিয়েছেন যে ঘরে আসার সময় আমাদেরকে তোহফা দেওয়া আর আজ দিলেন না। আমি বললাম: ঐ হাদিয়া বা তোহফা কি ছিল? তারা বলল: হাদিয়াটা ছিল দোয়া। আমি বললাম: আচ্ছা,এবার থেকে পুণরায় এ হাদিয়া প্রদান করব। এরপর থেকে আমি আমার এ অভ্যাসকে ত্যাগ করিনি। (শরহুস সুদূর,পৃ: ২২৬,কবরওয়ালো কী হিকায়াত,পৃ: ৯)

মরহুম পিতা মহোদয় স্বপ্নে এসে বলল

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہ এর বর্ণনা হচ্ছে: যখন আমার পিতা মহোদয়ের ইন্তেকাল হলো তখন আমি অনেক কান্নাকাটি করেছি এবং তাঁর কবরে প্রতিদিন উপস্থিত হই,অত:পর উপস্থিতির ধারাবাহিকতা ধীরে ধীরে কিছুটা কমিয়ে দিলাম। একদিন মরহুম পিতা মহোদয় স্বপ্নে তশরীফ নিয়ে এসে বললেন: হে আমার পুত্র! তুমি কেন দেরী করেছ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি আসার ব্যপারে অবগত আছেন? বললেন: কেন জানবনা,তোমার প্রত্যকবারের উপস্থিতির ব্যপারে আমি জানি এবং আমি তোমাকে দেখে আনন্দিত হই,এছাড়া প্রতিবেশী মুর্দাগণও তোমার দ্বারা সন্তুষ্ট। সুতরাং এ স্বপ্নের পর নিয়মিত ভাবে পিতা মহোদয়ের কবরে উপস্থিত হওয়া আরম্ভ করে দিই। (শরহুস সুদূর,পৃ:২২৭,কবরওয়ালোঁ কী হিকায়াত,পৃ: ১৪)

রুহ সমূহ ঘরে এসে ঈসালে সাওয়াবের জন্য ফরিয়াদ করে

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুঝা গেল মৃত ব্যক্তিরা কবর আসা যাওয়া কারীদেরকে চিনতে পারেন এবং তাদের জীবিতদের দোয়া দ্বারা উপকার হয়,যখন জিবীতদের পক্ষ থেকে ঈসালে সাওয়াবের তোহফা আসা বন্ধ হয়ে যায় তখন তারা তাও বুঝতে পারে এবং আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেন তারা ঘরে ঈসালে সাওয়াবের জন্য ফরিয়াদ করেন। আমার আক্বা আ'লা হযরত,ইমামে আহলে সুন্নাত,মুজাদ্দীদে দ্বীনো মিল্লাত,মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান عَلَیۡہِ رَحۡمَۃُ الرَّحۡمٰن ফাতাওয়া রযভিয়া (সংশোধিত) খন্ড- ৯ এর ৬৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে বর্ণনা করেন: মুমিনদের রুহ প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাতে,ঈদের দিন, আশুরার দিন, এবং শবে বরাতে আপন ঘরের বাইরে দাড়িয়ে থাকে এবং প্রত্যেক রুহ ভারাক্রান্ত ও উচ্চ কন্ঠে আহ্বান করে হে আমার ঘরের অধিবাসীরা! হে আমার সন্তানরা! হে আমার প্রতিবেশী! (আমাদের ঈসালে সাওয়াবে নিয়তে) সদকা খায়রাত করে আমাদের উপর মেহেরবানী কর।

(কবরওয়ালোঁ কী ২৫ হিকায়াত,পৃ:১০)

সরকারে নামদার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَسَلَّم এর সুগন্দিময় ফরমান হচ্ছে: মৃত ব্যক্তির অবস্থা কবরে ডুবন্ত মানুষের মত কেননা তারা একান্ত অপেক্ষায় থাকে যে বাবা- মা বা ভাই কিংবা কোন বন্ধুর দোয়া তার নিকট পৌঁছে আর যখন কারো দোয়া তাদের নিকট পৌঁছে তবে তাদের নিকট তা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা আছে তার চেয়েও উত্তম হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা কবরবাসীদেরকে তাদের জিবীত প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে হাদীয়া করা সাওয়াব পাহাড়ের মত করে দান করেন,মৃত ব্যক্তিদের জন্য জিবীতদের হাদীয়া (তোহফা) হচ্ছে "মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা।"

(শু'বুল ঈমান,খন্ড- ৬,পৃ: ২০৩,হাদীস নং- ৭৯০৫,কবর ওয়ালোঁ কী ২৫ হিকায়াত.পৃ:১৫)

হে কওন কে গিরয়া করে ইয়া ফাতিহা কো আয়ে

বেকস কে উঠায়ে তেরী রহমত কে ভরন ফুল

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب !   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মজলিশে লঙ্গরে রাসাঈল এর পরিচিতি

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত আপন মরহুম আত্মীয় স্বজনদের মাগফিরাতের জন্য বেশী পরিমানে সদকা ও খয়রাত এবং নেক আমলের সাওয়াব পৌঁছানোর সাথে সাথে লঙ্গরে রাসাঈলের তরকীব করা। লঙ্গরে রাসাঈল দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে কিতাব ও রিসালা এবং ভি,সি,ডি ক্রয় করে সাওয়াব ও মুসলামানদের উপকার পৌঁছানোর নিয়তে বিনামূল্যে বিতরণ করা। দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রায় ৯৭ টি বিভাগ রয়েছে এর মধ্যে একটি হচ্ছে লঙ্গরে রাসাঈল,যা মূলত: মাকতাবাতুল মদীনারই একটি বিভাগ,যার কাজ হচ্ছে ঘরে ঘরে,দোকানে দোকানে,অফিসে,স্কুল,কলেজ,ইউনিভার্সিটি ও মাদরাসা সমূহে সারা বছর শায়খে তরীকত আমীর আহলে সুন্নাত ও মাকতাবাতুল মদীনার অন্যান্য কিতাব,রিসাল এবং ভি.সি.ডি ইত্যাদি দানশীল ইসলামী ভাইদের সাথে যোগাযোগ করে সামর্থ অনুযায়ী নিজস্ব খরচে লঙ্গরে রাসাঈলের তরকীব করা।

মজলীশে লঙ্গরে রাসাঈলের যিম্মাদারগণ বিশেষত: দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের এবং সার্বিকভাবে প্রত্যেক আশিকে রাসূলদের এ মন মানসিকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা যে হাদীসে পাকের এ বাণী "একে অপরকে তোহফা বা উপহার দাও পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে) এর উপর আমল করার নিয়তে প্রত্যেক মাসে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কমপক্ষে ১২ টি কিতাব ও রিসালা কিংবা একটি ভি.সি.ডি নিজ খরচে ক্রয় করে আপন আত্মীয় স্বজন,নিকটস্থ দোকানদার,ছাত্র ও শিক্ষকদের মাঝে বন্টন করে এছাড়া মৃত ব্যক্তিদের ঈসালে সাওয়াবের জন্য তৃতীয় দিবস,দশম দিবস,চল্লিশতম দিবস এবং বাৎসারিক ফাতিহা সমূহে রিসালা সমূহে মরহুমদের নাম লিখিয়ে বিনা মূল্যে বন্টন করার তরকীব করুন। বিবাহের কার্ডেও একটি করে রিসালা ভিতরে দিয়ে দিন যদি আপনার দেয়া রিসালা কিংবা হ্যান্ডবিল পাঠ করে কারো অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় সৃষ্টি হয়ে যায় আর সে নামাযী ও সুন্নাতের অনুসারী হয়ে যায় তবে আপনার উভয় জগতের মুক্তির ওসীলা হয়ে যাবে। মনে রাখবেন মাদানী আতিয়াত থেকে লঙ্গরে রাসাঈল করার অনুমতি নেই।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে শা’বানুল মুয়াযযম বিশেষত: শবে বরাতে বেশী পরিমাণে ইবাদত করার এবং নিজের ক্ষমা ও মাগফিরাতের সাথে সাথে আপন মরহুম আত্নীয় স্বজনদের মাগাফিরাতের জন্য দোয়া ও ঈসালে সাওয়াব করার তাওফিক দান করুন্

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা শা’বানুল মুয়াযযমের ফযীলত শুনার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে। এ পবিত্র মাস আমাদের প্রিয় নবী এর পছন্দনীয় মাস এবং তাঁর উপর দুরুদ শরীফ পাঠ করার মাস। এ পবিত্র মাসের সম্মান রক্ষা করে আমাদের উচিত বেশী পরিমানে ইবাদত,তিলাওয়াত,অধিক পরিমানে নফল রোযা,আখিরাতের চিন্তা ভাবনা সৃষ্টির জন্য কবর যিয়ারত,মরহুম আত্নীয় স্বজনদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা এছাড়া আপন বন্ধু বান্ধব,পরিবারের লোকজন,আত্নীয় স্বজন ও মহল্লাবাসীদেরকে আতশবাজি ও অন্যান্য মন্দ কাজ থেকে বিরত রেখে নেকীর কাজের প্রতি উৎসাহিত করা। সম্ভব হলে এ মাসে ঘরে ঘরে ইজতিমা এ যিকর ও নাতের ব্যবস্থা করুন এবং দা’ওয়াতে ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত শবে বরাতের সুন্নাত ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করার নিয়তও করে নিন। আর নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নেকীর জজবা ও নেকীর দা’ওয়াতের প্রসারের জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান।

১২ মাদানী কাজে অংশ নিন

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর দা’ওয়াতের প্রসারের জন্য যাইলী হালকাতে **১২** মাদানী কাজে নিজে অগ্রসর হয়ে অংশ গ্রহণ করুন। এ ১২ কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে চৌক দরস,আজকের ফিতনা ফ্যাসাদ পূর্ণ সময়ে যখন বাজারে বেহায়াপনা,নির্লজ্জতা,মিথ্যা,গীবত,গালি গালাজ ও ওয়াদা ভঙ্গের মত গুনাহের এক তুফান চলতেছে,সেখানে গিয়ে লোকদের মাঝে নেকীর দাওয়াত দেয়ার মধ্যে অনেক ফযীলত রয়েছে,যেমন বর্ণিত রয়েছে একবার নবী করীম,রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم মিম্বর শরীফে তশরীফ রাখলেন,এক সাহাবী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْه আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّم লোকদের মধ্যে উৎকৃষ্ট কে? ইরশাদ করলেন: লোকদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে বেশী পরিমানে কোরান তিলাওয়াত করে,খুব মুত্তাকী,সবচেয়ে বেশী নেকীর হুকুম প্রদানকারী এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদানকারী এছাড়া সবচেয়ে বেশী আত্নীয় স্বজনদের সাথে সৎব্যবহারকারীগণ।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ,খন্ড- ১০,পৃ: ৪০২,হাদীস নং- ২৭৫)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন মাক্কী মাদানী মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَسَلَّم এর বাণী মোতাবেক সবচেয়ে উত্তম লোক ঐ ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশী নেকীর হুকুম দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে। চৌক দরস দেয়া নেকীর দাওয়াত দেয়া ও মন্দ কাজে বাধা দানের একটি কার্যকরী মাধ্যম। আমাদের উচিত সময় সুযোগে চৌক দরস দেয়া বা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করা। এর দ্বারা অনেক দ্বীনি জ্ঞান অর্জন হবে এবং সাওয়াব পাওয়া যাবে।

দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে অনেক ইসলামী ভাই গুনাহপূর্ণ জীবন থেকে তাওবা করে সুন্নাত মোতাবেক জীবন যাপনকারী হয়ে গিয়েছে। আসুন একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি-

শাহদারার এক ইসলামী ভাই এর বর্ণনা হচ্ছে আমি আমার মাতা- পিতার একমাত্র ছেলে,অতিরিক্ত স্নেহ আমি সীমাহীন জিদ ও মা- বাবার অবাধ্য করে দিয়েছে,গভীর রাত পর্যন্ত ঘুরাফেরা করে শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়তাম। মা- বাবা বুঝাতে আসলে তাদেরকে বকা দিতাম। বেচারাগণ অনেক সময় কান্না করে দিত। দোয়া করতে করতে মায়ের চোখ ভিজে যেত। ঐ মহান মুহুর্তের উপর লাখো সালাম যে মুহুর্তে আমাকে দাওয়াতে ইসলামীর এক আশিকে রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করাস সৌভাগ্য নসীব হল আর অত্যন্ত স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমার মত পাপি ও বদকারকে মাদানী কাফিলাতে সফর করার জন্য তৈরী করেছে। সুতরাং আমি আশিকানে রাসূলদের সাথে তিন দিনের মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেলাম।জানিনা আশিকানে রাসূলদের তিন দিনের মাদানী কাফিলায় কি পান করিয়ে দিয়েছে আমার মত জিদ ও কঠোর হৃদয়ের মানুষ যে মা- বাবার চোখের পানি দ্বারাও প্রভাবিত হয়না তাকে মোমের মত গলিয়ে দিয়েছে,আমার অন্তরে মাদানী বিপ্লব সৃষ্টি করে দিয়েছে আমি মাদানী কাফীলা থেকে নামাযী হয়ে ফিরলাম। ঘরে এসে আমি সালাম করলাম,বাবার হাত চুম্বন করলাম,আম্মাজানের পদচুম্বন করলাম। ঘরের অধিবাসীরা আশ্চর্য হয়ে গেল যে কাল পর্যন্ত যে কারো কথা শুনতনা আজ এত শিষ্টাচারী হয়ে গেল! মাদানী কাফিলার আশিকানে রাসূলদের সোহবত তথা সঙ্গ আমাকে একেবারে পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং এ বর্ণনা দেয়ার সময় আমার মত সাবেক বেনামাযীকে মুসলমানদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগানো তথা সদায়ে মদীনা লাগানোর যিম্মাদারী দেয়া হয়েছে।

গর সে আ'মালে বদ,আউর আফয়াল বদ নে হে রুসওয়া কিয়া,কাফিলে মে চলো

কর সফর আওগে ,তুম সুদর জাওগে মাঙ্গো চল কর দোয়া,কাফিলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত ও কিছু সুন্নাত এবং আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করি। নবী করীম,রাউফুর রাহীম ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ,খন্ড- ১.পৃ: ৫৫,হাদীস নং- ১৭৫)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা

জান্নাত মে পড়ুসী মুঝে তুম আপনা বানানা

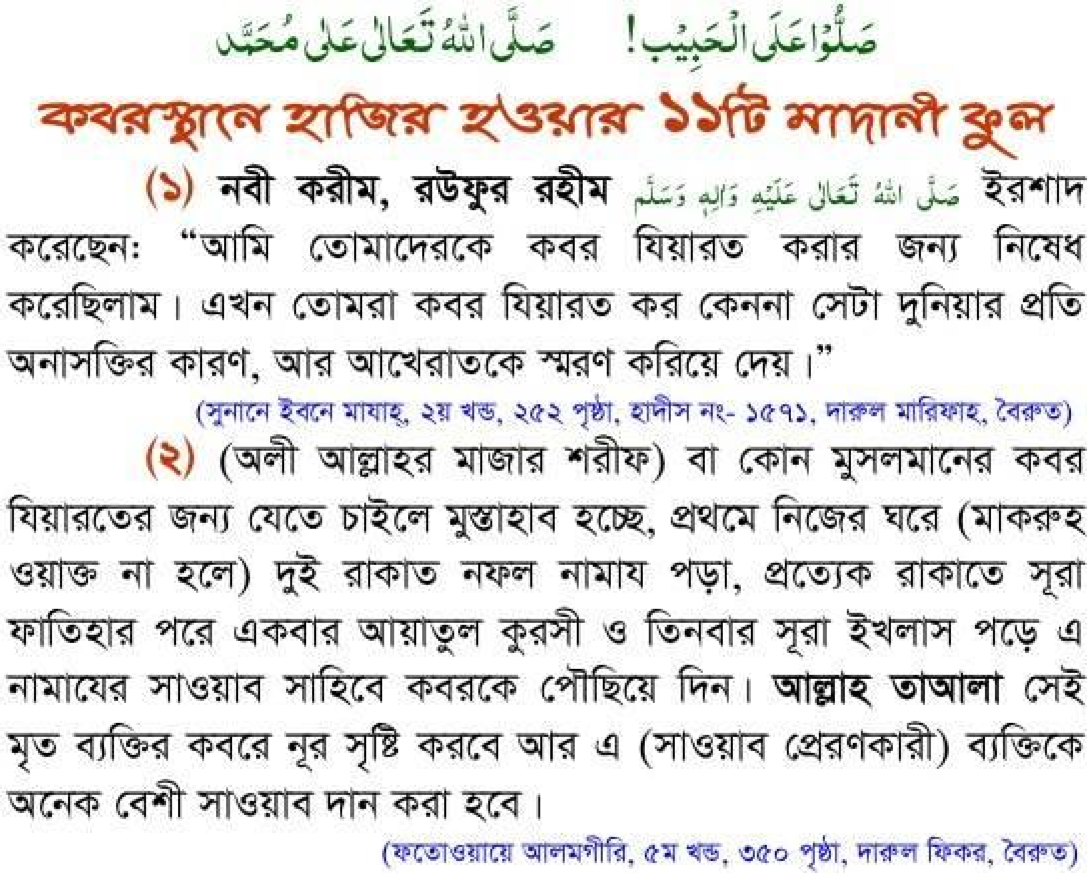

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

কবরস্থানে হাজির হওয়ার ১১টি মাদানী ফুল

(১) **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করার জন্য নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর কেননা সেটা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির কারণ, আর আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"

(সুনানে ইবনে মাযাহ্, ২য় খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৭১, দারুল মারিফাহ, বৈরুত)

(২) (অলী আল্লাহর মাজার শরীফ) বা কোন মুসলমানের কবর যিয়ারতের জন্য যেতে চাইলে মুস্তাহাব হচ্ছে, প্রথমে নিজের ঘরে (মাকরুহ ওয়াক্ত না হলে) দুই রাকাত নফল নামায পড়া, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে একবার আয়াতুল কুরসী ও তিনবার সূরা ইখলাস পড়ে এ নামাযের সাওয়াব সাহিবে কবরকে পৌছিয়ে দিন। **আল্লাহ তাআলা** সেই মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃষ্টি করবে আর এ (সাওয়াব প্রেরণকারী) ব্যক্তিকে অনেক বেশী সাওয়াব দান করা হবে।

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর, বৈরুত)

(৩) মাজার শরীফ বা কবর যিয়ারতের জন্য যাওয়ার সময় রাস্তায় অনর্থক কথায় মশগুল না হওয়া। (প্রাগুক্ত)

(৪) কবরস্থানের মধ্যে ঐ সাধারণ রাস্তা দিয়ে যাবেন, যেখানে পূর্বে কখনও মুসলমানদের কবর ছিল না, যে রাস্তা নতুন তৈরী করেছে সেটার উপর দিয়ে যাবেন না। **"রদ্দুল মুহতার"** এ রয়েছে (কবরস্থানের মধ্যে কবর প্রশস্ত করে) যে নতুন রাস্তা বের করা হয়েছে সেটার উপর চলাফেরা করা হারাম। (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৬১২ পৃষ্ঠা) বরং নতুন রাস্তায় কেবল নিশ্চিত ধারনা হলেও সেটার উপর চলা ফেরা নাজায়িয ও গুনাহ।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, দারুল মারিফা, বৈরুত)

(৫) কিছু অলীর মাজারে দেখা গিয়েছে যে, যিয়ারতকারীর সুবিধার জন্য মুসলমানদের কবরকে ভেঙ্গে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়, এই রকম জায়গায় ঘুমানো, হাটা-চলা, দাঁড়ানো, তিলাওয়াতও যিকির করার জন্য বসা হারাম, দূর থেকেই ফাতিহা পড়ে নিন।

(৬) কবর যিয়ারত মৃত ব্যক্তির চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে করা, আর কবরবাসীর পায়ের দিক থেকে যাবেন কেননা তার দৃষ্টি সামনে থাকে, শিয়রের দিক থেকে আসবেন না, কারণ তাকে মাথা তুলে দেখতে হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯ খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা, রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর)

(৭) কবরস্থানে এভাবে দাঁড়ান ক্বিবলার দিকে পিঠ এবং কবরবাসীর চেহারার দিকে মুখমন্ডল হয়, এরপর বলুন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّنَحْنُ بِالْاَثَرِ

অনুবাদ: হে কবরবাসী তোমার উপর রহমত বর্ষিত হোক, আল্লাহ তাআলা আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন, তুমি আমাদের পূর্বে চলে এসেছ, আর আমরা তোমাদের পরে আগমনকারী।

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫ম খন্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠা)

(৮) যে কবরস্থানে প্রবেশ করে এটা বলবে:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَ جْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِىْ خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِىَ
بِكَ مُؤْمِنَةٌ اَدْ خِلْ عَلَيْهَا رَوْ حًا مِّنْ عِنْدِ كَ وَ سلَا مًا مِّنِّىْ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! (হে) গলে যাওয়া শরীর ও পচনযুক্ত হাঁড়ের রব! যে দুনিয়া থেকে ঈমান সহকারে বিদায় হয়েছে তুমি তার উপর আপন রহমত এবং আমার সালাম পৌছিয়ে দিন। তবে হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে নিয়ে ঐ সময় পর্যন্ত যত মু'মিন মারা গিয়েছে সবাই তার (অর্থাৎ দোআ পাঠকারীর) ক্ষমা লাভের জন্য দোআ করবে। (মুসান্নফে ইবনে আবি শায়বা, ১০ম খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকর, বৈরুত)

(৯) **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, মালিকে জান্নাত, কাসিমে নেয়ামত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করল অতঃপর সে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস এবং সূরা তাকাসূর পড়ল তারপর এ দোআ করল; হে আল্লাহ! আমি যা কিছু কুরআন পড়েছি তার সাওয়াব এ কবরস্থানের মু'মিন নর-নারীকে পৌছিয়ে দিন। তবে সে সমস্ত মু'মিন কিয়ামতের দিন তার (অর্থাৎ ইছালে সাওয়াবকারীর) জন্য সুপারিশকারী হবে।" (শরহুস সুদুর, ৩১১ পৃষ্ঠা, মারকাজে আহলে সুন্নাত বরকত রযা, হিন্দ) হাদীস শরীফে রয়েছে: যে এগার বার সূরা ইখলাস পড়ে এর সাওয়াব মৃত ব্যক্তিকে পৌছাবে, তবে মৃত ব্যক্তির সমসংখ্যক পরিমান সাওয়াব সে (অর্থাৎ ইছালে সাওয়াব কারী) পাবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

(১০) কবরের উপর আগর বাতি জ্বালানো যাবে না। কেননা এটা বে-আদবী ও মন্দ কাজ (এবং এতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়) হ্যাঁ! যদি (উপস্থিতদেরকে) সুগন্ধ (পৌছানোর) জন্য (জ্বালাতে চাই তবে) কবরের পাশে খালি জায়গা থাকলে সেখানে জ্বালাবে, কেননা সুগন্ধি পৌছানো পছন্দনীয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংক্ষেপিত, ৯ খন্ড, ৪৮২, ৫২৫ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه অন্য জায়গায় বলেন: **"সহীহ মুসলিম শরীফ"**এ হযরত আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তিনি ওফাতের সময় নিজের সন্তান কে বলেছেন: যখন আমি মারা যাব তখন আমার সাথে না কোন বিলাপ কারী যাবে, না আগুন যাবে। (সহীহ মুসলিম, ৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯২, দারু ইবনে হুজম, বৈরুত)

(১১) কবরের উপর চেরাগ বা মোম বাতি প্রভৃতি রাখবেন না। কারণ এটা আগুন, আর কবরের উপর আগুন রাখলে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়, হ্যাঁ রাতে পথচারীর জন্য বাতি জ্বালানো উদ্দেশ্য হয়, তবে কবরের এক পার্শ্বে খালি জমিনের উপর মোমবাতি বা চেরাগ রখতে পারেন।

হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কিতাব সমূহ (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১৬তম খন্ড এবং (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাতে অওর আদাব"** হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের এক সর্বোত্তম মাধ্যম

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলাতে আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب !   صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পঠিত ৬ টি দুরুদ শরীফ

জুমারাত তথা বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দুরুদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ ﹰ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ
الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

(১) বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমারাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) এ দুরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে,মৃত্যুর সময় সরকারে মদীনা صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ

وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে রাখার সময়ও,এমনকি সে এটাও দেখবে যে সরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমত ভরা হাতে তাকে কবরে রাখছেন। (আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা- ১৫১ থেকে সংক্ষেপিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত তাজদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এই দুরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৬৫)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা: صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে এই দুরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হবে।

(৪)এক হাজার দিনের নেকী: جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত,সরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এই দুরুদ পাঠকারীর জন্য সত্তর জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত সওয়াব লিখতে থাকেন। (মাজমাউয যাওয়াইদ,খন্ড- ১০,পৃষ্ঠা- ২৫৪,হাদীস নং- ১৭৩)

(৫) ছয় লক্ষ দুরুদ শরীফের সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন: এই দুরুদ শরীফকে একবার পাঠ করলে ছয় লক্ষ দুরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব পাওয়া যায়। (আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা- ১৪৯)

(৬) নবী করীম এর নৈকট্য: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসল তখন হুযুর আনোয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম ,,,,,আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন ঐ লোকটি চলে গেল তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দুরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। (আল ক্বাউলুল বদী,পৃষ্ঠা- ১২৫)